দৈনিক ইনকিলাব

39

তারিখ ... ... JAN 29 2000 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমীপে

গত ২৭-১০-৯৯ থেকে ১৮-১২-৯৯ তাং পর্যন্ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত মাস্টার্স ফাইনাল পরীক্ষায় আমি অংশগ্রহণ করি। এক পর্যায়ে আমি গত ১৮-১২-৯৯ তারিখে ইসলামের ইতিহাস ২য় পত্র (আধুনিক মিসর ও উত্তর আফ্রিকার আরব রাষ্ট্রসমূহ) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে গিয়ে যথাসময়ে ঢাকা বাংলা কলেজ মিরপুর কেন্দ্রে উপস্থিত হতে পারিনি। কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধী প্রদানের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্র সংগঠন ঐদিন হরতাল আহবান করে। পরদিন গাজীপুরস্থ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের সঙ্গেও যোগাযোগ করে বিষয়টি তাকে অবহিত করি এবং তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী পুনরায় পরীক্ষা নেবার জন্য মাননীয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের বরাবর দরখাস্ত প্রদান করি এবং দেখতে পাই আমার মত সেখানে অন্যান্য বহুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী হরতালজনিত কারণে ঠিক সময় মত পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হতে না পারায় পুনরায় পরীক্ষা দিতে অনুমতি প্রার্থনা করে দরখাস্ত পেশ করছে। মাননীয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আমাদেরকে পুনরায় পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি প্রদানের নিমিত্ত একটি তারিখ জানাবেন বলে সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলে। এর পর আমি আমার কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে থাকি। কিন্তু অদ্যাবধি আমরা কোন অনুমতি প্রাপ্তির বা পরীক্ষা দেয়ার তারিখ জানতে না পারাতে আমি ও অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রী দারুণ উৎকণ্ঠায় দিনাতিপাত করছি। এ বিষয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি– তিনি যেন বিষয়টি অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে দেখেন এবং অনতিবিলম্বে একটি তারিখ ঘোষণাপূর্বক উক্ত পরীক্ষাটি নেবার ব্যবস্থা করে সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়ে পুনরায় পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ প্রদান করে চির বাধিত করেন।

–সালমা জেসমিন
রোল নং- ২৪৭৫৭, রেজি নং- ১১৪০০,
শিক্ষাবর্ষ- ৯৪/৯৫, ইসলামের ইতিহাস বিভাগ,
সাভার বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, সাভার, ঢাকা।

॥ ২ ॥

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি আদেশ জারি করেছে যে, ডিগ্রী ও অনার্স ক্লাসে ভর্তির সময় ও ফরম পূরণের সময় সনদপত্র জমা দিতে হবে। আদেশটি উত্তম উদ্যোগ বটে। কিন্তু যারা ৫ বছর আগে এইচএসসি পাস করেছে তাদের পরীক্ষা পাসের সনদপত্র অদ্যাবধি কলেজে পৌছেনি। তাহলে ছাত্ররা সনদপত্র পাবে কোথায়? জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ আদেশ জারির পূর্বে বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার ছিল। আজ সনদপত্রের জন্য ছাত্র ও অভিভাবক ছুটছে বোর্ড বা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। তারা হয়রানির শিকার হচ্ছেন, আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। তাই ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক মহলের ভোগান্তি লাঘবের উদ্দেশে জারিকৃত আদেশটি প্রত্যাহারের জন্য কর্তৃপক্ষের পুনঃ বিবেচনা করা উচিত।

–অভিভাবকদের পক্ষে,
–মোঃ মোজাম্মেল হক আহবায়ক,
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলা কমিউনিটি,
প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি।